বাংলা চ্যানেলের হাল

আহমেদ শাহাবুদ্দীন আশির দশকের শেষভাগ থেকেই বিটিভির অনুষ্ঠানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি শুরু হলেও বিটিভি কর্মকর্তাদের কোন বোধের উদয় হয়নি। ফলে, ক্রমাগত অনুষ্ঠানের মান নামছিলই। নব্বইয়ের দশকে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এ সময় আকাশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় নগরকেন্দ্রিক দর্শকরা বলতে গেলে বিটিভি নামক চ্যানেলটি খুলে দেখাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে, তখন দাবি উঠেছিল বিটিভিকে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দর্শকদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর। অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন চাই। কিন্তু বিটিভির কর্মকর্তারা বুঝেছিলেন, এ দাবি পূরণ হলে তাদের আরামের সরকারী বাড়িটি হাতছাড়া হবে। মগজে নতুন করে শাবল চালাতে হবে অনুষ্ঠানের মান ভাল করে চাকরি বাঁচাতে। তাই এ ধরনের দাবি যাতে পূরণ না হয় সেজন্য ভিতরে ভিতরে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁরা। তৎকালীন সরকারও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বেসরকারী আওতায় নির্মিত প্যাকেজ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছিল– যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের নবেম্বরে প্যাকেজ 'ইত্যাদি' প্রচারের মাধ্যমে। ডিসেম্বরে প্রচারিত হয় প্যাকেজ নাটক 'প্রাচীর পেরিয়ে'। সেই থেকে চলছে। কিন্তু তাতেও এ দেশের দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ হলো না। এখানেও বেড়ে গেল টিভি কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য। বেনামে তাঁরা শুরু করলেন প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাণ। ফলে, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিটিভির নিজস্ব অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, তা মাটিচাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে প্যাকেজ অনুষ্ঠানও শিকার হতে থাকে উর্ধতন কর্তাদের খেয়ালখুশির।

বর্তমান সরকারের বেশ ক'টি প্রতিশ্রুতির একটি ছিল বিটিভির স্বায়ত্তশাসন প্রদান। কিন্তু তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ক্ষমতার শেষ সময় সরকারী পক্ষ থেকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন কতটা ঘটবে তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন যায়নি মানুষের মন থেকে। তবে এ সরকারের আমলে তিনটি বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেল বেসরকারীভাবে তাদের অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমোদন পেয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারীভাবে দর্শকদের বিনোদনের খোরাক মেটানোর একটা সুযোগ হয়েছে। কিন্তু দর্শকদের প্রত্যাশা কি আদৌ পূরণ হয়েছে?

প্রথমেই তাকানো যাক প্রথম বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেল 'এটিএন বাংলা'র দিকে। এ চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৭ সালের জুনে। শুরুর আগে চ্যানেলটিকে ঘিরে ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল। অনেক সংস্কৃতিকর্মী আশা করেছিলেন, বিটিভির বিপরীতে এটি দাঁড়াবে। বেসরকারী আওতায় অনুষ্ঠান নির্মাণে পেশাদারিত্ব তৈরি হবে। শিল্পী-নির্মাতারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। কিন্তু কী ঘটল?

এ্যানালগ পদ্ধতিতে প্রচারের কারণে প্রথমেই দর্শকরা যে ধাক্কা খেলেন, তা হলো ছবি ও শব্দের অস্পষ্টতা (বর্তমানে অবশ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান প্রচার হওয়ায় সে সমস্যা দূর হয়েছে)। এরপর প্রশ্ন উঠল অনুষ্ঠানের মান নিয়ে। বিটিভির বাতিলকৃত অনেক অনুষ্ঠান প্রচার হওয়ায় সে প্রশ্ন আরও জোরালো হলো। পরে যে অভিযোগ এটিএন বাংলাকে ঘিরে নির্মাতারা তুলতে শুরু করলেন তা হলো অনুষ্ঠানের ক্রয়মূল্য সংক্রান্ত। এ মূল্য এতই কম যে তা দিয়ে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য কম মূল্যে অনুষ্ঠান ক্রয়ের অভিযোগ অন্যান্য চ্যানেলের বিরুদ্ধেও কমবেশি রয়েছে। ফলে, অনুষ্ঠানের মান সন্তোষজনক পর্যায়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

এটিএন বাংলা যখন দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ, তখন দ্বিতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল 'চ্যানেল আই'-এর অভিষেক ঘটে মুক্ত আকাশে। দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা ও শুদ্ধতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ চ্যানেলের শুভ সূচনা ঘটে ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর। শুরুতে এটিএন বাংলা-র সমস্যাগুলো তারা অতিক্রম করে ছবি ও শব্দের স্পষ্টতা দিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়। অন্যদিকে এ চ্যানেলের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ যুক্ত করেন দেশের বেশ কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকের। তাঁদের মেধা বিনিয়োগে বেশ কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এখনও হচ্ছে। এতে সুধী মহলে চ্যানেলের গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। কিন্তু প্রচার পরিধির দিক থেকে ব্যাপকতা না থাকায়, সর্বস্তরের মানুষের কাছে এর অনুষ্ঠান পৌঁছুতে পারেনি। সমস্যাটি মূলত কারিগরি। ফলে, 'এটিএন বাংলা' বা 'চ্যানেল আই'-এর অনুষ্ঠানমালা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছে দেশের সীমারেখায় ততদূর পৌঁছুতে পারেনি।

দু'টি স্যাটেলাইট চ্যানেলের এই কারিগরি সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় এনে 'একুশে টেলিভিশন' (ইটিভি) এদেশেই তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়। তারা বিটিভির সম্প্রচার টাওয়ার ব্যবহার করে বিটিভির প্রায় সমান প্রচার পরিধিতে নিজেদের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়। পাশাপাশি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বেও অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

ইটিভি-র যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ)। ইতোমধ্যে এ চ্যানেল এক বছর পার করেছে। ধারণা করা হয়েছিল, চ্যানেলটির মাধ্যমে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ হবে। কিন্তু তা দেখা যায়নি। একমাত্র 'সংবাদ' ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠান দর্শকদের হৃদয়ে খুব একটা দাগ কাটেনি। এর কারণ হলো, নাটক এবং বাংলা ছায়াছবি ছাড়া এ চ্যানেলের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানের নির্মাণ ও উপস্থাপন রীতি দেশীয় সংস্কৃতির আদলের নয়। ফলে, এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপামর জনগোষ্ঠী একাত্ম হতে পারছে না। বিটিভির অনেক প্রচারিত নাটক বা অনুষ্ঠানও এ চ্যানেলে পুনঃপ্রচারিত হচ্ছে, যা অনেকেরই কাম্য নয়। অন্যদিকে রয়েছে বিকৃত বাংলায় ডাব করা অর্ধনগ্ন বিদেশী সিরিয়ালের প্রচার। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের জন্য এ ধরনের সিরিয়াল কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। 'রেসলিং' নামক বারবারিয়ান গেমের প্রচার (ইদানীং এই গেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্ধনগ্ন নারী শরীর প্রদর্শন) কোমলমতি শিশুদের মনে যে প্রভাব ফেলছে, তাতে আগামীতে কোন পরিবারের দু'টি শিশু ঘরে এর চর্চা করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। অবশ্য 'রেসলিং'-এর প্রচার শুরু হয়েছে বিটিভি থেকেই। এরআগে বিটিভিতে 'টারজান' সিরিজ প্রচারের ফলে, এতে অনুপ্রাণিত বেশ কিছু শিশুর দুর্ঘটনায় পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। বিকৃত বাংলায় ডাব করা বিদেশী সিরিয়ালও প্রথম বিটিভিতে প্রচারিত হয়। এখনও হচ্ছে। বিটিভির অনুষ্ঠানের অনেকাংশ এখন বিদেশী সিরিয়ালের দখলে। এক শ্রেণীর বেনিয়া দেশীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা না করে নামমাত্র মূল্যে এসব সিরিয়াল এনে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। আর বিটিভি সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববান (!) ব্যক্তিরা তাদের মদত যোগাচ্ছে। বিশ্বের কোন সরকারী চ্যানেলে বোধহয় এত বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় না। একটি সরকারী মাধ্যম যখন দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত হতে পারে না, তখন বেসরকারী চ্যানেলগুলো কীভাবে হবে? তাদের সামনে আদর্শ কোথায়?

বেসরকারী চ্যানেলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। সুতরাং সে লক্ষ্য অর্জনে তারা আদর্শচ্যুত হতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। এসব দিক বিবেচনা করলে, 'চ্যানেল আই' তুলনামূলকভাবে এখনও অনেক বেশি দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত।

প্রশ্ন হলো, কেন এমনটি হচ্ছে? কেনইবা চ্যানেলগুলো বিদেশী সিরিয়াল প্রচার, দেশী অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার করছে? নতুন অনুষ্ঠানের মানইবা আশাব্যঞ্জক হচ্ছে না কেন? মূল সঙ্কট কোথায়?

এর প্রথম কারণ হচ্ছে স্পন্সর সমস্যা। একটি মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান তৈরি করতে যে অর্থ ব্যয় হয় সে হারে স্পন্সর মূল্য পাওয়া যায় না। স্পন্সর প্রতিষ্ঠানসমূহের বক্তব্য হলো, বিটিভি ও তিনটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রতিদিন যত সংখ্যক অনুষ্ঠান প্রচার হয়, তার সম্মানজনক মূল্য দিতে হলে সারা বছর বিজ্ঞাপন বাবদ যে ব্যয় হবে, তার ভার নেবার ক্ষমতা অনেক দেশী কোম্পানির নেই। অন্যদিকে দেশী পণ্যের টার্গেট মার্কেট দেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ। সুতরাং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে এসব পণ্যের প্রচার তারা জরুরী মনে করে না। তারা সেইসব চ্যানেলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে– দেশে যার প্রচার পরিধি সর্বাধিক; যার মাধ্যমে টার্গেট মার্কেট দখল সম্ভব। ফলে, স্যাটেলাইট চ্যানেলের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম। তাছাড়া প্রত্যেকটি কোম্পানির সাংবৎসরিক যে বিজ্ঞাপন বাজেট থাকে, তার বাইরে তারা যেতে পারে না। চ্যানেল বেড়ে যাওয়ায় ভাগাভাগির পরিমাণ বেড়ে গেছে, কমে গেছে ভাগের অর্থ। পুনঃপ্রচার এবং বিদেশী সিরিয়াল প্রচারের ক্ষেত্রে এই একটি সুবিধা। নামমূল্যে এসব অনুষ্ঠান ক্রয় বা আমদানি করা যায়, আর স্পন্সরের মাধ্যমে এর অর্থ তুলে আনাও সহজ; দেশী নতুন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যা একেবারে অসম্ভব। ফলে, চ্যানেলগুলোতে বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচারের উৎসাহ বেশি থাকে। মুনাফা অর্জনও নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন হলো, তাহলে এত চ্যানেল তৈরি হলো কেন? আমাদের দেশ মোটেও শিল্পোন্নত নয়। বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। দেশীয় কোম্পানির পণ্যও এখন আন্তর্জাতিক মানের নয়, যা মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথে বহির্বিশ্বে চাহিদা তৈরি করতে পারে। তাদের স্পন্সর বাজেটও সীমিত। তার ওপর ভিত্তি করে একাধিক স্যাটেলাইট চ্যানেল চলতে পারে না। চললে যা হয় তার মুখোমুখি এখন গোটা মিডিয়া। কোন চ্যানেলই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি দেশীয় সংস্কৃতির ওপর। পুনঃপ্রচারের বিরক্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দর্শক, নতুনের স্বাদ নিতে তারা দেখছে বিদেশী চ্যানেল। বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মিশ্র সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের মধ্যে যে বিপরীত বোধের জন্ম দিচ্ছে, তা ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এর দায়ভার প্রথমেই পড়বে বিটিভির ওপর। কারণ বিটিভি নামক এই সরকারী প্রচার মাধ্যমটি জাতীয় চেতনা বা সংস্কৃতি বিকাশে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। বিটিভি বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচারে যতটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তার নিজস্ব অনুষ্ঠান অন্য দেশের চ্যানেলে প্রচারের ক্ষেত্রে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।কারণ প্রত্যেক দেশই তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাপারে অত্যন্ত সচেতন, তারা তাদের চ্যানেলে বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচার করতে উৎসাহী নয়, যতটা উৎসাহী আমাদের টিভির কর্মকর্তারা। সরকারীভাবেও এর কোন নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। সুতরাং বেসরকারী চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এ দায় অনুভব করবে, এমন আশা করা অবান্তর।

ধারণা করা হয়েছিল, স্যাটেলাইট চালু হওয়ায় বিটিভিতে বিদেশী সিরিয়াল প্রচার কমে যাবে (কারণ বিদেশী চ্যানেলেই ভিন দেশীয় অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ রয়েছে) কিন্তু তা কমেনি। বরং বেড়েছে। বেসরকারী বাংলা চ্যানেলগুলোতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুনঃপ্রচারের বিরক্তি আর বিদেশী অনুষ্ঠানের পীড়াদায়ক অনুকরণ। এ থেকে মুক্তি প্রয়োজন এবং তা অবশ্যই জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে।